জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ এলাকায় কম্বল বিতরণ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে মেধাবী অতীদরিদ্র শিক্ষার্থীদের এবং চায়ের দোকানদার ও গরীব দুখি মানুষের মাঝে শীতের উপহার কম্বোল বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ ছাত্রলীগনেতা ও বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের সভাপতি এস এম আল রাতুলের নেতৃত্বে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদ সভাপতি এস এম আল রাতুল জানায়, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপির সহযোগিতায় মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ও কলেজে মেধাবী অতিদরিদ্র শিক্ষার্থীদের এবং কলেজ এলাকার চায়ের দোকানদারসহ পথচারী অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতের উপহার কম্বল দেওয়া হয়।

কম্বল বিতরণ করার সময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক পিন্টু মিয়া সাংগঠনিক সম্পাদক রনি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান মাহমুদ অনিক, সাংগঠনিক সম্পাদক মমিনুর রহমান লোটাস, উপদপ্তর সম্পাদক আশিকুর রহমান প্রজ্জল,উপ-গন শিক্ষা বিষায়ক সম্পাদক বিপ্লব অরবিত রুস্তম, কলেজের শিক্ষার্থীরা।

কোমর ভাঙলেও বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান

মাহমুদ বলেছেন, ‘সরকারকে ধাক্কা মারতে গিয়ে বিএনপির যে কোমর ভেঙ্গে গেছে, তাদের বর্তমান কর্মকান্ডের মাধ্যমেই তার পরিস্ফুটন হয়েছে। কিন্তু বিএনপির ষড়যন্ত্র থেমে নেই। তাদের ষড়যন্ত্র সবসময় ছিল, এখনও আছে।’

বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতর সম্মেলন কক্ষে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার খালেদা বেগম প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত ডিসেম্বরের পর বিএনপির কর্মচাঞ্চল্য নেই -এ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি বলেছিল ডিসেম্বর মাসেই সরকারকে বিদায় করে দেবে, সরকারকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। কিন্তু সরকারকে ধাক্কা দিতে গিয়ে তারা নিজেরাই পড়ে গেছে। এরপর থেকে তারা এখন হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি অনুধাবন করতে পেরেছে যে, সরকারকে ধাক্কা মারলে লাভ হয় না; সরকারের ভিত, আওয়ামী লীগের ভিত অনেক গভীরে প্রোথিত। আশা করবো বিএনপি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেই থাকবে, গণতন্ত্রের পথেই হাঁটবে।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি ২০০৮ সালে নির্বাচনে ২৯টি আসন পেয়েছিল, পরে উপনির্বাচনে ৩০টি অতিক্রম করেছে। ২০১৪ সালে নির্বাচন বর্জন করেছিল। ২০১৮ সালে ৬টি আসন পেয়েছিল। আগামী নির্বাচনেও তাদের সম্ভাবনা যে নাই সেটি তারা জানে, জানে বলেই তারা নির্বাচন নিয়ে, নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য, নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য এবং মানুষকে নির্বাচনবিমুখ করার জন্য নানা ধরণের কথাবার্তা বলছে।’

উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারা বিএনপির ব্যর্থতা
উকিল আব্দুস সাত্তারকে ধরে রাখতে না পারাকে বিএনপির বড় ব্যর্থতা বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান। বিএনপির মহাসচিবের মন্তব্য ‘মাগুরার নির্বাচনকেও হার মানিয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নির্বাচন’ এ নিয়ে প্রশ্নে মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘সেখানে যেহেতু আওয়ামী লীগের কোনো প্রার্থী ছিল না, সেহেতু আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকরা যে কাউকেই পছন্দ করতে পারে। সেটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার। সেখানে কারো জন্য কাজ করার দলীয় কোনো নির্দেশনা ছিল না। যে যার পছন্দ মতো প্রার্থীর পক্ষে কাজ করেছে।

আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসনে আমরা প্রার্থী দেইনি সুতরাং সেখানে উকিল আব্দুস সাত্তার সাহেবকে বিএনপি ধরে রাখতে পারেনি, এটা তো বিএনপিরই বড় ব্যর্থতা।’

পয়লা ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৬ আসনের উপনির্বাচন নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মাত্র ৩টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিলাম এবং সেই সব আসনে আমাদের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে জয়লাভ করেছে এবং নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়েছে। উপনির্বাচনে সবসময় ভোটার উপস্থিতি কম থাকে। যেখানে এক বছরের কম সময়ের মধ্যে জাতীয় নির্বাচন হবে, সেই বিবেচনায় এই উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি খুব কম নয় এবং অত্যন্ত সুষ্ঠু, সুন্দরভাবে নির্বাচন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ শতাংশ মানুষ ভোটার হয় না। আবার যারা ভোটার হয় সেখান থেকে অর্ধেক উপস্থিত হয়। সার্বিকভাবে ২৫ শতাংশ ভোট পড়ে সেখানে। সে হিসেবে যেহেতু উপনির্বাচনে এক বছরে কম সময়ের জন্য এমপি নির্বাচিত হবে, সে হিসেবে ভালো হয়েছে।’

‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন
এর আগে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ওপর ৪৫টি ফিচারের সংকলন নিয়ে তথ্য অধিদফতর প্রকাশিত ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। প্রধান তথ্য অফিসার মো. শাহেনুর মিয়া, সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার মুন্সী জালাল উদ্দীন এতে অংশ নেন।এ সময় মন্ত্রী বলেন, ‘ভাষার মাস ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় দিনে ‘উন্নয়নের নব দিগন্ত’ বইটি প্রকাশ করার জন্য আমি তথ্য অধিদফতরকে ধন্যবাদ জানাই। গত ১৪ বছরে আমাদের দেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি বিধায় আমাদের কাছে পরিবর্তনটা এতো বেশি অনুভূত হয় না। একটু পেছনে ফিরে তাকালে অনুধাবন করতে পারি- আমরা কোথায় ছিলাম এখন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।’

হাছান মাহমুদ বলেন, ‘বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আজ থেকে ১৪ বছর আগে ছিলো ৪০ শতাংশ মানুষ আর আজকে শতভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ১৪ বছর আগে ৪১ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করতো, এখন তা কমে ২০ শতাংশ এবং অতি দরিদ্র ১০ শতাংশ। ১৪ বছর আগে আমরা সব সূচকে পাকিস্তান থেকে পেছনে ছিলাম, ভারত থেকেও পেছনে ছিলাম। এখন সব সূচকে পাকিস্তানকে বেশ আগেই অতিক্রম করেছি, বেশিরভাগ সূচকে ভারতকেও অতিক্রম করেছি। ১৪ বছর আগে আমরা পৃথিবীর ৬০তম অর্থনীতির দেশ ছিলাম, এখন আমরা ৩৫তম। আমরা অর্থনীতির আকারে

মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরকেও পেছনে ফেলেছি। বাংলাদেশ এখন একটি মর্যাদাশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমালোচনা, আলোচনার মধ্যেও দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে আমি গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাই।’

জনগণের কাছে যেতে হলে বিএনপিকে অপরাজনীতির জন্য ক্ষমা চাইতে হবে : তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, ‘বিএনপি জনগণের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। আবার জনগণের কাছে যেতে হলে ২০১৩, ১৪ ও ১৫ সালে তারা যে অপরাজনীতি করেছে, পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে, সেগুলোর জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।’

মঙ্গলবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে চট্টগ্রামের হোটেল রেডিসন ব্লু বে ভিউতে চট্টগ্রামে মেট্রোরেল নির্মাণের লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা শেষে সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এ কথা বলেন। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নূরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অনলাইনে সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বিএনপির পদযাত্রা কর্মসূচি নিয়ে হাছান মাহমুদ বলেন, ‘সম্ভবত: বিএনপির দম ফুরিয়ে গেছে, এজন্য হাঁটা শুরু করেছে। তারা তো আগে মিছিল করতো, এখন মিছিলের পরিবর্তে হাঁটা শুরু করেছে। বিএনপি যে পদযাত্রা শুরু করেছে সম্ভবত তারা কারো কাছ থেকে নকল করছে।’

‘তবে বিএনপি পদযাত্রা করুক আর যেই যাত্রায় করুক না কেন, তাদের এই যাত্রায় জনগণ তো দূরের কথা তাদের সাধারণ কর্মীরাও পদযাত্রায়

শামিল হয়নি’ বলেন ড. হাছান।

বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রসঙ্গে ড. হাছান আবারও বলেন, ‘এই দেশে আর কখনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবেনা। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কন্টিনেন্টাল ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ সমস্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় সেভাবেই নির্বাচন হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের সব দেশেই যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তারাই নির্বাচনকালীন সময়ে দায়িত্ব পালন করে। আমাদের দেশেও তাই করবে।’

তিনি বলেন, ‘বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাই নির্বাচনকালীন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করবেন। তার সরকারই তখন নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এবং নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। বিএনপির এই পদযাত্রা, কিংবা কদিন পরে ‘বসার যাত্রা’ করবে- যে যাত্রাই করুক না কেন, কোনো লাভ হবেনা।’

তবে বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আশাপ্রকাশ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা চাই বিএনপিসহ সব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক। প্রতিদ্বন্দ্বিতাতাপূর্ণ একটি সুষ্ঠু সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষ আগামী দিনের সরকার পছন্দ করুক সেটিই আমরা চাই।

এর আগে চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘আজকে চট্টগ্রামবাসীর জন্য একটি শুভদিন, আনন্দের দিন। কারণ চট্টগ্রামে মেট্টোরেল হবে চট্টগ্রামের মানুষও অনেকে ভাবেনি, এটি আমার জন্যও আনন্দের দিন। বেশ কয়েকবছর ধরে চট্টগ্রামে মেট্টোরেল নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রী এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীর কাছে বহুবার নিবেদন করেছি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আজকে কোরিয়ান সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে ফিজিবিলিটি স্টাডি শুরু হতে যাচ্ছে।’

চট্টগ্রামকে নান্দনিক শহর উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের উন্নয়নকে যে কি পরিমাণ গুরুত্ব দেন, সেটি একটি প্রজেক্টের কথা আলোচনা করলেই বুঝতে পারবেন। জলাবদ্ধতা

নিরসনের জন্য তিনটা প্রজেক্ট মিলিয়ে ব্যয় ১.২ মিলিয়ন ডলার তিনি দিয়েছেন। সেই কাজগুলো চলছে, তিনটা প্রজেক্টের কাজের সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সেই প্রজেক্টগুলো যদি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়, আমি আশা করি আগামী বছর থেকে চট্টগ্রাম শহরে পানি উঠবেনা।

তিনি বলেন, অনেকগুলো পাহাড় কাটা হয়েছে, পাহাড় কাটার কারণে নান্দনিকতা নষ্ট হয়েছে, পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। চট্টগ্রাম শহরকে আরো নান্দনিক করার ক্ষেত্রে মেট্রোরেল প্রজেক্টটি অত্যন্ত সহায়ক হবে। এই শহরের লোক সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। আগামী পাঁচ-দশ বছর পরে এই শহরের লোকসংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এই শহর ঘনবসতিপূর্ণ শহর। সুতরাং এখানে মেট্রোরেলের কোন বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি ঝাং কিউন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ রওশন আরা মান্নান, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী, ইআরডি সচিব শরিফা খান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এম জহিরুল আলম দোভাষ, ডিটিসিএ’র নির্বাহী পরিচালক সাবিহা পারভীন ও কোইকা বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইয়াং আহ দোহ।

অনুষ্ঠানে জানানো।হয়, কোরিয়ান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কোইকা এই সম্ভাব্যতা যাচাই করবে। ৭০ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে পরিচালিত এই স্টাডিতেই চট্টগ্রামে মেট্রোরেলের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার উপযোগিতা, মেট্রোরেলের রুটসহ নানা বিষয় উঠে আসবে। একই সাথে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কত অর্থের প্রয়োজন তারও হিসাব দেবে কোইকো।

জীবননগরে উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন কে সামনে রেখে জীবননগর উপজেলায় ১ নং উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকালে ৩ টায় উথলী ডিগ্রি কলেজ মাঠে এই বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ধিত সভায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তে দলীয় মনোনয়নের জন্য ৪ জনের নাম চুড়ান্ত করা হয়। দলীয় মনোনয়নের জন্য উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান,সাধারণ সম্পাদক মোবারক সোহেল আহম্মেদ প্রদীপ, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সদস্য আবজালুর রহমান ধীরু ও ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক লিমন ফেরদৌস লিয়ন এর নাম উপজেলা আওয়ামী লীগের কাছে পাঠানো হয়েছে।

সভায় দল থেকে যাকে মনোনয়ন দিবে তার পক্ষে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেয় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

উথলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি দাউদ হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোবারক সোহেল আহম্মেদ প্রদীপ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবলীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মান্নান পিল্টু, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক সালাউদ্দীন কাজল, সাংগঠনিক সম্পাদক মিজানুর রহমান,ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা আবু জাফর,লুৎফর রহমান লুতু,আতিকুর রহমান আতিক,আবুল কালাম কলম,আলমগীর হোসেন, ওবাইদুর রহমান,আমিনুল ইসলাম, আবিদ হোসেন, ফরহাদ হোসেন, সাইফুল ইসলাম, সরফরাজ হোসেন সহ অনেকে।

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করলেন এম এ এস ইমন

মেহেরপুরে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের চিত্র সম্বলিত বুকলেট বিতরণ করলেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির

সদস্য তরুণ রাজনীতিবীদ এম এ এস ইমন।

আজ রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মেহেরপুর কোট মোড় থেকে কাথুলী বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত জনসাধারণনের মাঝে এ বুকলেট বিতরণ করেন তিনি। বুকলেট বিতরণ কর্মসূচীতে আওয়ামী লীগ নেতা বেলাল হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, ফারুক হোসেনসহ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এ সময় এম এ এস ইমন বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর কি কি উন্নয়ন করেছে এবং বিগত সরকারগুলো কি কি উন্নয়ন করেছে তার উন্নয়নমূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এ বকুলেটে। যাতে করে সাধারণ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা পায় এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে পুনরায় নির্বাচিত করে দেশ সেবার সুযোগ করে দেয়।

দলীয় প্রার্থী যেই হোক তার পক্ষে কাজ করতে হবে– এমপি টগর

দর্শনা পৌর উপ-নির্বাচন উপলক্ষে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের বর্ধীত সভা ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকালে পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যালয়ে বর্ধীত সভায় সভাপতিত্ব করেন দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর বলেন আওয়ামী লীগের উন্নয়ন দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিরা।

তারা যতই অপশক্তি চালাক না কেনো, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা দেশে উন্নয়ন কর্মকান্ড অব্যাহত থাকবে। আপনারা জানেন দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান গত ২৭ ডিসেম্বর মারা যান, মতিয়ারের মৃত্যুতে দলের অপুরনীয় ক্ষতি হয়েছে যা, পুরণ হবার নয়।

কোটচাঁদপুরে অসহায় দুস্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উপজেলা আওয়ামীলীগের আয়োজনে শীতার্ত দরিদ্র,অসহায়,দুস্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে পৌর এলাকার আদর্শ পাড়ার আখসেন্টার মোড়ে সনি আবাসিক হোটলের সামনে থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ করেন ঝিনাইদহ ৩ আসনের মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম খান বাবলুর সভাপতিত্বে ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলীর সঞ্চালনায়।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি লুৎফর রহমান,পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন, সাধারণত সম্পাদক রিপন মন্ডল, সাবেক উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মীর কাশেম, উপজেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি আজাদ রহমান, পৌর সভার প্যানেল মেয়র ও পৌর সেচ্ছাসেবকলীগের আহ্বায়ক জাহিদ হোসেন,উপজেলা সেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক ইয়ারুল ইসলাম, এলাঙ্গী ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খান, সাবেক চেয়ারম্যান নাওশের আলী নাছির, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নান, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের নেতা রবিউল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, আজগর আলী, শহিদুল ইসলাম, ছাত্র লীগ নেতা প্রদীপ কুমার হালদার, রাব্বি হাসান প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা ও পৌর এলাকার ৬ শত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়। সে সময় উপজেলা, পৌর আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, সেচ্ছাসেবক লীগ, ছাত্র লীগ সহ সকল অঙ্গ সংগঠনে নেত্রী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান মিলুর আনন্দ শোভাযাত্রা

২০২১ সালের ১১ই নভেম্বর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকার বিরুদ্ধে নির্বাচন করায় দল থেকে বহিষ্কার করা হয় আওয়ামীলীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের। দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের পক্ষ হতে ভবিষ্যতে সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার শর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়েছে সকল বিদ্রোহী প্রার্থীদের।

ক্ষমা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের অনুমতি পেয়েছেন নৌকার বিদ্রোহী প্রার্থী মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউপির তিন বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু।

এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বিকেলে ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলুর নেতৃত্বে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী ২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে নৌকায় ভোট চেয়ে কোমরপুর বাজার থেকে শতশত মোটরসাইকেল নিয়ে আনন্দ শোভাযাত্রা বের করা হয়। মোটরসাইকেল শোভাযাত্রাটি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে স্বাধীনতার সূতিকাগার ঐতিহাসিক মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তিনি ।এ সময় আমাম হোসেন মিলুকে দল থেকে পুনরায় সাংগঠনিক কার্যক্রমের অনুমতি প্রদান করায় মোনাখালী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রাম থেকে শতাধিক মোটরসাইকেল নিয়ে ৬ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল গাজী ও হায়দার গাজীর নেতৃত্বে আরেকটি শোভাযাত্রা মূল শোভাযাত্রার সাথে মিলিত হয়।

পুষ্প মাল্য অর্পণ শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু বলেন, যোগ্য ব্যক্তিকে মনোনয়ন না দেওয়ায় নৌকার ভরাডুবি হয় মুজিবনগর উপজেলায়। তাই আমার নেত্রী মানবতার মা জননেত্রী শেখ হাসিনা বুঝতে পেরে আমাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। আমার নেত্রীর

দূরদর্শিতা এতই প্রকট যে সারা বাংলাদেশের নেতাকর্মী কে ভালোবাসে এবং স্নেহ করে যারা বিদ্রোহী প্রার্থী ছিল সকলকে সাধারণ ক্ষমা করেছেন। আগামীতে কারোর মধ্যে ভেদাভেদ না রেখে আমরা সকলে নৌকার কান্ডারীকে একসাথে নিয়ে নৌকার পক্ষে কাজ করবো। তিনি আরো বলেন আমাদের অভিভাবক মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের মতো নেতা পাওয়া আমাদের ভাগ্যের ব্যাপার তাই আগামী ২৪ সালের নির্বাচনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন দোদুল এর হাতকে শক্তিশালী করে নৌকাকে জয় যুক্ত করে জননেত্রী শেখ হাসিনা কে ক্ষমতায় এনে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়বো ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য,গণভবনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ১৭(৬) এবং ৪৭(২) ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট সাধারণ ক্ষমা প্রেরিত লিখিত আবেদন পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতে সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী কর্মকাণ্ড ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার শর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করে আমাম হোসেন মিলু বিশ্বাস কে চিঠি দেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এমপি ।

শোভাযাত্রা ও পুষ্পমাল্য অর্পণের সময় আমাম হোসেন মিলুর সাথে ছিলেন মহাজনপুর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মিনারুল ইসলাম,হায়দার আলী,মুনসুর আলী, বাশার বিশ্বাস,সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম, জয়নাল আবেদীন,স্বপন আলী, ইউনিয়ন যুব লীগের সভাপতি মিঠু, হায়দার গাজী,সাজেদুল গাজী, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দিন, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি ইমনসহ আওয়ামী লীগ,যুব লীগ,ছাত্রলীগ,স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ।

শর্তে ক্ষমা পেলেন গাংনীর

ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান পাশা

দলীয় সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার শর্তে ক্ষমা পেলেন মেহেরপুরের গাংনীর ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান ও ষোলটাকা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন পাশা।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের স্বাক্ষরিত পত্রে তাকে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

গত স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন না জানিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আনোয়ার হোসেন পাশা নির্বাচনে অংশ নেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। স্থানীয় আওয়ামীলীগের সু-পারিশে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এমতাবস্থায় গত ১৭ ডিসেম্বর ২২ইং তারিখে গণভবনে অনুষ্ঠিত আওয়ামীলীগের জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ১৭(৬) এবং ৪৭(২) ধারা মোতাবেক দলের কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করেন আনোয়ার হোসেন পাশা। বিষয়টি পর্যালোচনা শেষে দলীয় সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার শর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।

গাংনীর রানা চেয়ারম্যানের অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার করেছে আওয়ামীলীগ

মেহেরপুরের গাংনী কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক মো: মিজানুর রহমান রানার অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ

আওয়ামীলীগ।

বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারী) কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপির স্বাক্ষরিত পত্রে অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহারের এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপির স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়েছে, আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচন করায় জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক মো: মিজানুর রহমান রানাকে সংগঠন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক মো: মিজানুর রহমান রানার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০২২ সালের ১৭ ডিসেম্বর গণভবনে আওয়ামীলীগের জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী না করার শর্তে তার অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার সংক্রান্ত অনুলিপি কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক,মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেককে দেয়া হয়েছে।

অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দলীয় নেতাকর্মীরা আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক মো: মিজানুর রহমান রানা বলেন,তার অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার হওয়ায় তিনি সহ তার কর্মী সমর্থকরা খুশি।
অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার হওয়ায় মো: মিজানুর রহমান রানাকে আওয়ামীলীগের কমিটিতে গুরুত্বপূর্ন পদ দেওয়ার দাবি করেছে আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা।

আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি বলেন,কাথুলী ইউনিয়নের জনগনের ভালোবাসা আর সমর্থন নিয়ে পরপর তিনবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এর মধ্যে গতবার আওয়মীলীগের মনোনয়ন পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু এবার কুচক্রী মহলের মিথ্যা প্ররোচনার

কারনে এবার দলীয় মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের পাশে দাঁড়াতে তাদের আবদার রক্ষা ও জনগনের চাপে পড়ে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছেন। সদ্য নির্বাচনে প্রায় ২ হাজার ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। এই বিজয় সহ প্রতিটা বিজয় আওয়ামীলীগ ও কাথুলী ইউনিয়নের আমার প্রান প্রিয় জনগনকে উৎস্বর্গ করেছি। নির্দল নির্বাচন করলেও আওয়ামীলীগ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধরে রেখে জনগনের সেবা করে চলেছি।

মো: মিজানুর রহমান রানা মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদকের পাশাপাশি কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের পরপর তিন বারের নির্বাচিত হয়ে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া দীর্ঘ ১২ বছরেরও বেশি সময় মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সাধারন সম্পাদক,কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ,ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন।